

ইবনুল ইনসান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১৫

(১)সমস্ত কর-আদায়কারী ও গুনাহগাররা যখন তাঁর কথা শোনার জন্য তাঁর কাছে আসছিলো, (২)তখন ফরিসিরা ও আলিমরা বিরক্তি প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, “এই লোকটি গুনাহগারদের সাথে মেলামেশা ও খাওয়া-দাওয়া করে।”

(৩)তখন তিনি তাদের এই দৃষ্টান্ত দিলেন-

(৪)“মনে করো তোমাদের মধ্যে কোনো একজনের একশটি ভেড়া আছে এবং তাদের মধ্য থেকে একটি যদি হারিয়ে যায়, তাহলে কি সে নিরানব্বইটি মাঠে রেখে সেই একটিকে না পাওয়া পর্যন্ত খুঁজতে থাকে না? (৫)সেটি খুঁজে পাবার পর সে খুশি হয়ে তাকে কাঁধে তুলে নেয়। (৬)এবং পরে বাড়ি ফিরে গিয়ে তার বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের একত্রে ডেকে বলে, ‘আমার সাথে আনন্দ করো, কারণ আমার হারানো ভেড়াটি আমি খুঁজে পেয়েছি।’ (৭)আমি আপনাদের বলছি, ঠিক সেভাবে, তওবা করার প্রয়োজন নেই, এমন নিরানব্বইজন ধার্মিকের চেয়ে বরং একজন গুনাহগার তওবা করলে বেহেস্তে আরো বেশি আনন্দ হয়।

(৮)অথবা এক মহিলার দশটি রূপার টাকা আছে, সে যদি তার ভেতর থেকে একটি হারিয়ে ফেলে, তাহলে বাতি জ্বলে ঘর ঝাড় দিয়ে না পাওয়া পর্যন্ত সে কি তা সতর্কতার সাথে খুঁজতে থাকে না? (৯)যখন সে তা খুঁজে পায়, তখন তার বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের একত্রে ডেকে বলে, ‘আমার সাথে আনন্দ করো, কারণ আমার হারানো টাকাটি আমি খুঁজে পেয়েছি।’ (১০)আমি আপনাদের বলছি, ঠিক সেভাবে, একজন গুনাহগার তওবা করলে আল্লাহর ফেরেস্তাদের মধ্যে আনন্দ হয়।”

(১১)অতঃপর হযরত ইসা আ. বললেন, “এক লোকের দুই ছেলে ছিলো। (১২)ছোটো ছেলেটি তার বাবাকে বললো, ‘বাবা, তোমার সম্পত্তিতে আমার যে অংশ আছে তা আমাকে দাও।’ তাতে সে তার দুই ছেলের মধ্যে তার সম্পত্তি ভাগ করে দিলো। (১৩)কিছুদিন পর ছোটো ছেলেটি তার সম্পত্তি বিক্রি করে টাকাপয়সা নিয়ে দূর দেশে চলে গেলো। সেখানে সে খারাপ পথে জীবন কাটিয়ে তার সব টাকাপয়সা উড়িয়ে দিলো। (১৪)যখন সে তার সবকিছু খরচ করে ফেললো, তখন সেই দেশের সব জায়গায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো এবং সে খুব কষ্টে পড়লো। (১৫)তখন সে গিয়ে সেই দেশের এক লোকের কাছে চাকরি চাইলো। লোকটি তাকে তার শূকর চরাতে মাঠে পাঠিয়ে দিলো। (১৬)শূকরে যে গুড়োগাড়া খেতো, সে তাই খেয়ে পেট ভরাতে চাইতো কিন্তু কেউ তাকে কিছুই দিতো না।

(১৭)তার চেতনা হলে সে মনে মনে বললো, ‘আমার বাবার কতো মজুর কতো বেশি খাবার পাচ্ছে অথচ আমি এখানে না খেয়ে মরছি!’

(১৮)আমি আমার বাবার কাছে গিয়ে বলবো, ‘বাবা, আমি আল্লাহ ও তোমার বিরুদ্ধে গুনাহ করেছি। (১৯)তোমার ছেলে বলে পরিচয় দেবার যোগ্য আমি নই। তোমার মজুরদের মতো করে আমাকে রাখো।’ (২০)সুতরাং সে উঠে তার বাবার কাছে গেলো। সে দূরে থাকতেই তাকে দেখে তার বাবার খুব মমতা হলো।

(২১)তিনি দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলেন। তখন ছেলেটি বললো, ‘বাবা, আমি আল্লাহ ও তোমার বিরুদ্ধে গুনাহ করেছি। আমি তোমার ছেলে বলে পরিচয় দেবার যোগ্য নই।’ (২২)কিন্তু তার বাবা তার গোলামদের বললেন, ‘তাড়াতাড়ি করে সবচেয়ে ভালো জুকাটি এনে ওকে পরিয়ে দাও। ওর হাতে আংটি ও পায়ে জুতা দাও, (২৩)আর মোটাসোটা বাছুরটি এনে জবাই করো। এসো, আমরা খাওয়া-দাওয়া করে আনন্দ করি। (২৪)কারণ আমার এই ছেলেটি মারা গিয়েছিলো কিন্তু আবার বেঁচে উঠেছে। হারিয়ে গিয়েছিলো, পাওয়া গেছে!’ এবং তারা আমোদ-প্রমোদ করতে লাগলো।

(২৫)সেই সময় তার বড়ো ছেলেটি মাঠে ছিলো। বাড়ির কাছে এসে সে নাচ ও গান-বাজনার শব্দ শুনতে পেলো। (২৬)সে একজন গোলামকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, ‘এসব কী হচ্ছে?’ (২৭)সে জবাব দিলো, ‘আপনার ভাই এসেছে এবং আপনার বাবা তাকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে পেয়েছেন বলে মোটাসোটা বাছুরটি জবাই করেছেন।’ (২৮)তখন সে রাগ করে ভেতরে যেতে চাইলো না। তার বাবা বেরিয়ে এসে তাকে সাধাসাধি করতে লাগলো। (২৯)কিন্তু সে তার বাবাকে বললো, ‘দেখো, এতো বছর ধরে আমি গোলামদের মতো তোমার কাজ করে আসছি, একবারও আমি তোমার আদেশের অবাধ্য হইনি। তবুও আমার বন্ধুদের সাথে আমোদ-প্রমোদ করার জন্য তুমি কখনো আমাকে একটি ছাগলের বাচ্চাও দাওনি। (৩০)কিন্তু তোমার এই ছেলে, যে পতিতাদের পেছনে তোমার টাকা-পয়সা উড়িয়ে দিয়েছে, সে যখন ফিরে এসেছে, তখন তার জন্য তুমি মোটাসোটা বাছুরটি জবাই করেছো!’ (৩১)তার বাবা তাকে বললেন, ‘বাবা, তুমি তো সব সময়ই আমার সাথে সাথে আছো। আমার যা-কিছু আছে, সবই তো তোমার। (৩২)আমাদের অবশ্যই খুশি হয়ে আনন্দ-উল্লাস করা উচিত। কারণ তোমার ভাই মারা গিয়েছিলো, আবার বেঁচে উঠেছে; সে হারিয়ে গিয়েছিলো, আবার তাকে পাওয়া গেছে।’ ”